পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অর্থ দপ্তর

ডঃ অমিত মিত্রর

বাজেট বিবৃতি

২০২১–২০২২

৭ই জুলাই, ২০২১

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহতী সদনে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডঃ অমিত মিত্রের শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে পরিষদীয় মন্ত্রী হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার। বাংলার মা-মাটি-মানুষকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। শত প্রতিকূলতা তৈরি হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিপুল সমর্থন ও আশীর্বাদ তৃতীয়বারের জন্য এই মহান রাজ্যের জনগণকে সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা নতমস্তকে মা-মাটি-মানুষকে পুনরায় কুর্নিশ জানাই।

এমন রাজ্য কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি.....

এ রাজ্যের সবটাই শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্ণময় ছন্দময় চিত্র।

আমাদের মা-মাটি-মানুষ সরকারের বহুমুখী প্রকল্পের বাস্তবচিত রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে জনহিতকর সেবায় আমাদের সরকার অদম্য সাহসিকতার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে রাজ্যের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সুদক্ষ পরিচালনায় বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সফল রূপায়ণ এবং সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজ্যবাসী আপ্লুত।

আমরা সকলের সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

২০২১-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা বাজেট পেশ করেছিলাম এবং সেই বাজেটে আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্যের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি। এই মহতী সদন ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসের ব্যয়বরাদ্দ ভোট অন অ্যাকাউন্টে পাস করেছে।

২০২১ সালের ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেটে সরকার রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য সকল সামাজিক ক্ষেত্র যথা— স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২৬টি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছিল। এছাড়াও বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করে তার রূপায়ণের জন্য অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের রাজ্যে নজিরবিহীন ৮-দফা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফলে ২০২১-এর মার্চ মাসে কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউ ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের জীবনহানি কমানোর লক্ষ্যে, নির্বাচনী দফা কমানোর জন্য আমাদের অনুরোধে কর্ণপাত করা হয়নি। আমাদের এই অনুরোধ যদি গৃহীত হতো তাহলে বেশ কিছু মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হতো।

প্রথম দফা নির্বাচনের সময় কোভিড অতিমারির সংক্রমণের হার যেখানে ৩ শতাংশের মতো ছিল, সেখানে অষ্টম দফার সময় এই অতিমারি লাফিয়ে বেড়ে ৩৩ শতাংশে গিয়ে পৌঁছায়। আমাদের নবনির্বাচিত সরকারের আপ্রাণ চেষ্টায় এই অতিমারির প্রকোপ এখন নিম্নমুখী এবং সংক্রমণের হার ২.১৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

রাজ্য সরকার শুরু থেকেই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও আধিকারিকদের নিয়ে দল গঠন করে কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিকে দারুণভাবে সামাল দিয়ে এসেছে। রাজ্য সরকার সরকারি পরিচালনায় থাকা ২৩৫টি হাসপাতালকে শুধুমাত্র কোভিড হাসপাতাল রূপে গঠন করেছে, যার মধ্যে ১৯৪টি সরকারি হাসপাতাল রয়েছে এবং ৪১টি বেসরকারি হাসপাতালকে কোভিড চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে। এই হাসপাতালগুলিকে কোভিড রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা তথা সাব-ডিভিশনে কোভিড হাসপাতাল গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য আমরা যথাসাধ্য নজরদারি চালু রেখেছি এবং সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

আমরা প্রায় ২.৩ কোটি ভ্যাকসিন ইতিমধ্যেই মানুষকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি— টিকাকরণের কাজে বাংলা ১ নম্বরে। টিকা বণ্টনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি উদাসীনতার বিরুদ্ধে আমাদের সরকার বহুবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আমরা চাই

বাংলার সমস্ত মানুষের টিকাকরণ হোক। ভ্যাকসিন যা পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে টিকাকরণের কাজে আমাদের রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত একশ ভাগ সফল।

আমাদের রাজ্যকে ২০২০-র মে মাসে চরম বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আমফান-এর মুখোমুখী হতে হয়েছে, তার রেশ কাটতে-না-কাটতেই ২০২১-এর ২৬ মে ভয়ংকর সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' আছড়ে পড়ে। আমাদের সরকার **'দুয়ারে ত্রাণ'** কর্মসূচি গ্রহণ করে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে মানুষজনকে দ্রুত ত্রাণ দেওয়ার জন্য দুয়ারে ত্রাণ শিবির গঠন করেছে, যেখানে এই মানুষজন তাদের আবেদনপত্র জমা করতে পারেন এবং সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ত্রাণের টাকা পৌঁছে দেয়।

'কোভিড' ও 'ইয়াস'-এর যৌথ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে এবং প্রাণীসম্পদ রক্ষার্থে সরকার বিভিন্ন উদ্ভাবনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আমি এই মহতী সদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে সারা দেশ এবং আমাদের রাজ্যের জনগণকে পেট্রোল ও ডিজেলের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির জন্য চরম দুঃখ ও দুর্দশায় ভুগতে হচ্ছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এই মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর কেন্দ্রীয় শুল্ক, সেস এবং সারচার্জ কমিয়ে মূল্য যথেষ্ট হ্রাস করার দাবি জানিয়েছেন।

এই মহতী সদন শুনে বিস্মিত হবেন যে ৪ঠা মে ২০২১ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ৮ বার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে, যার মধ্যে জুন মাসেই ৬ বার বাড়িয়েছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ৪ বার বাড়িয়েছে। এই সমস্ত মূল্য বৃদ্ধি দেশের মুদ্রাস্ফীতিও বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। ভোজ্য তেলের দাম ৩০.৮ %, ডিমের দাম ১৫.২ %, ফলফলাদি ১২% এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দামও কোভিডের মধ্যে ৮.৪৪ % বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই মহতী সদন আরও বিস্মিত হবেন জেনে যে ভারত সরকার তেল এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য থেকে ২০২০-২১ সালে কোভিডের মধ্যেও বিপুল পরিমাণে ৩.৭১ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব হিসেবে সংগ্রহ করেছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার বিগত ছয়

বছরে তেল এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উপরে ২০১৪-১৫ সাল থেকে যে রাজস্ব সংগ্রহ করেছে তা বিপুল এবং ৩৭০ শতাংশ। এই বৃদ্ধি মূলত সেন্ট্রাল এক্সাইজ, সেস এবং সারচার্জের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফল যা আদতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে কর হিসেবে সংগ্রহ করা।

এছাড়াও ভারত সরকার ঘুর পথে সমানে সেস বৃদ্ধি করে চলেছে যাতে করে রাজ্যগুলি তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।

আমি উল্লেখ করতে চাই যে সাধারণ মানুষের কিছুটা সুরাহার কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যের উপর ছাড় ঘোষণা করেছে।

এই মহতী সদন LPG সিলিন্ডারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কথা শুনে চমকে উঠবেন, যা দেশের গৃহস্থ ও গৃহবধূদের রান্না করার ক্ষেত্রে সরাসরি আঘাত হেনেছে। LPG সিলিন্ডারের মূল্য যেখানে ২০২০-এর মে মাসে ৫৮৪.৫০ টাকা ছিল, সেটা বেড়ে ২০২১ সালের ১লা জুলাই ৮৬১ টাকা হয়েছে, অর্থাৎ ২৭৬.৫০ টাকা বেড়ে গেছে। বিগত ১৪ মাসে ৪৭ শতাংশ দাম বেড়েছে। ২০২০-র মে মাস থেকে ভারত সরকার গ্যাসের ভর্তুকি কমানো শুরু করেছে। ফলে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা ৮ কোটি গরিব মানুষ যারা উজ্জ্বলা স্কিমের অধীনে রয়েছে তারা চরম বিপদে পড়েছে। এমনকি এই সংকুচিত অর্থনৈতিক অবস্থায় কাজ হারানো বহু মানুষ এবং মধ্যবিত্তের পক্ষেও এই বাড়তি দাম বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের সুবিধার কথা ভেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবিলম্বে পূর্বের ভর্তুকি ফিরিয়ে এনে এই খাতে অর্থবরাদ্দ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

বিগত ১০ বছরে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল সাফল্য এসেছে। যেখানে ২০১০-২০১১ অর্থবর্ষে রাজ্যের গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP) ছিল ৪,৬০,৯৫৯ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে GSDP প্রায় ২.৯৪ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৫৪,৫১৮ কোটি টাকায়। ২০১০-২০১১ সালে মূলধনী ব্যয় (Capital Expenditure) ছিল ২,২২৫ কোটি টাকা, সেটাও ২০২০-২০২১ সালে প্রায় ৭.২ গুণ বেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ১৮,১৭০ কোটি টাকায়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই ব্যয়বরাদ্দ

২০১০-২০১১ থেকে ২০২০-২০২১-এর মধ্যে ১০.১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে, কৃষি ও কৃষি অনুসারী ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১০.৫ গুণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ ৫.৫৮ গুণ।

বিগত ১ বছরের কোভিড-১৯ অতিমারি, 'আমফান' এবং 'ইয়াস'-এর জন্য অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও রাজ্য ফিসকাল ডেফিসিট-এর মতো অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে।

আমরা গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে যেখানে ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষে ভারতের GDP-র বৃদ্ধি নঞর্থকভাবে ৭.৭ (–৭.৭) শতাংশে নেমে এসেছে, সেখানে বাংলার GDP সদর্থকভাবে ১.২ (+১.২) শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এটি আরও একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

জনগণের কল্যাণসাধনই আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের সরকার বিগত ১০ বছর ধরে জনগণের উন্নতিকল্পে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই কর্মসূচিগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

আমাদের সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সার্বিক সুবিধা দেওয়ার জন্য ২০২০-র ১-লা ডিসেম্বর 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যাতে রাজ্যবাসী বাড়ির কাছেই সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে পারেন। ২০২০-র ১-লা ডিসেম্বর থেকে ২০২১-এর ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কালে পঞ্চায়েত ও বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডে ৫ দফায় ৩২,৮৩০টিরও বেশি শিবির হয়েছে। এই শিবিরগুলিতে ২.৭৫ কোটি মানুষ উপস্থিত হয়েছেন, যা এককথায় অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব। সেখানে ১.৬২ কোটিরও বেশি যোগ্য আবেদনকারীদের পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচির আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিমা 'স্বাস্থ্যসাথী' যা দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমরা ২ কোটিরও বেশি পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথী বিমার আওতায় নিয়ে আসতে পেরেছি।

সমস্ত রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যসুরক্ষার জন্য ২,২৬০টি হাসপাতালের মাধ্যমে জনপ্রতি বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা করে স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরফলে রাজ্যবাসী বিপুল চিকিৎসা খরচের হাত থেকেও যেমন রেহাই পাবেন, তেমনিই খরচের জন্য তাঁদের উপর ঋণের বোঝা থেকেও রেহাই পাবেন। এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কাগজবিহীন, নগদহীন ও স্মার্টকার্ডভিত্তিক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে রাজ্য সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, বিশেষ করে পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিষেবা প্রদান এবং মানবসম্পদের বিকাশের কথা ভেবে ২০২১-এর ২ জানুয়ারি 'পাড়ায় সমাধান' নামক নতুন কর্মসূচি চালু করেছে।

আমাদের সরকার জনগণের সুবিধার্থে 'দুয়ারে সরকার' এবং 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির শিবির বছরে দুবার করে আয়োজন করবে।

২

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের প্রিয় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই সরকার কিছু জনকল্যাণমূলক প্রকল্প শুরু করে দিয়েছে; যেগুলি হল—

১. নতুন কৃষকবন্ধু প্রকল্প

এই নবতম কৃষকবন্ধু প্রকল্পটি ১৭ই জুন, ২০২১ তারিখে চালু হয়েছে এবং কৃষকদের সুবিধা দেওয়ার কাজ রীতিমতো চলছে। এই প্রকল্পে কৃষকদের যাদের জমির পরিমাণ ১ একরের বেশি, তাদের যে বার্ষিক ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হত, তা এখন থেকে **দ্বিগুণ** করে ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক একর বা তার কম জমির ক্ষুদ্র কৃষকদের এবং ভাগচাষীদের জমির পরিমাণের ভিত্তিতে পূর্বে বার্ষিক ন্যূনতম ২,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হত, সেই বার্ষিক আর্থিক সাহায্যের পরিমাণও দ্বিগুণ করে ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা করা হয়েছে।

এই প্রকল্পে বার্ষিক ৩,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরে প্রায় ৬২ লক্ষ কৃষককে সহায়তা দেওয়া হবে। খরিফ মরশুম ও রবি মরশুমের শুরুতে দুটি পর্যায়ে কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি এই টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও 'কৃষকবন্ধু' (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) প্রকল্পে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সসীমার মধ্যে কোনো কৃষকের অকাল প্রয়াণ ঘটলে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এককালীন অর্থসাহায্য করা হবে।

২. স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিম

ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে আমাদের সরকার ৩০শে জুন, ২০২১ থেকে তাদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিম চালু করেছে, যার মাধ্যমে নামমাত্র সুদে ছাত্র প্রতি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রকল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে এবং অবশিষ্ট সুদ বাবদ অর্থ ভর্তুকি হিসাবে সরকার বহন করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই ৪ শতাংশ সুদ পড়াশুনা চলাকালীন দিতে হবে না শুধু নয়, তারা আরও ১ বছর সময় পাবে আয় শুরু হবার জন্য। এছাড়াও এই ঋণের জন্য কোনো অনুরূপ জামিন জমা রাখতে হবে না এবং রাজ্য সরকার এই ঋণের জামিনদার (গ্যারান্টার) হিসাবে থাকবে। এরফলে সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে জীবনে সফল হওয়ার সুবিধা লাভ করবে।

৩. দুয়ারে রেশন

বাড়ির দরজায় রেশন সরবরাহের সুবিধার্থে 'দুয়ারে রেশন' কর্মসূচি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে বেশকিছু জেলায় তা চালু করা হয়েছে এবং বাকি জেলাগুলিতেও শীঘ্রই চালু করা হবে। এরফলে সাধারণ মানুষের রেশন সংক্রান্ত সমস্যা দূরীভূত হবে।

৪. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

আমাদের সরকার রাজ্যের গৃহস্থ মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামক এক প্রকল্প চালু করবে। এই প্রকল্পে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলারা মাসিক ১,০০০ টাকা করে পাবেন এবং তপশিলভুক্ত নন যারা সেই সমস্ত

মহিলাদের মাসিক ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহস্থ মহিলাদের ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পের টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।

আমরা বিশ্বাস করি রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমেই এরাজ্যের সামাজিক ও পরিষেবামূলক উন্নতি এবং পরিকাঠামোগত মানোন্নয়ন করে রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এরফলে সার্বিকভাবে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের বিকাশ সম্ভব।

৫ই ফেব্রুয়ারি পেশ করা অন্তর্বর্তী বাজেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা আশাবাদী যে আগামী ৫ বছরে ১.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারব।

৩

প্রধান প্রধান দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ ঃ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রধান দপ্তরগুলির প্রস্তাবিত বরাদ্দ সংক্ষেপে পেশ করছি, যা আপনার অনুমতিসাপেক্ষে পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি আর্থিক ও কর নীতির সংস্কারের প্রস্তাব (১৫ নং পাতা) থেকে পড়া শুরু করছি।

১. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,১২৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৯১.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,২৯৩.১৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২২০.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫. প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২২১.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬. মৎস্য বিভাগ

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৩,৯৮৩.২৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৬৪৭.০৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৬৭.২৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫১৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. বন বিভাগ

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯০১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৬,৩৬৮.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৩. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৫,১৭০.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪. উচ্চশিক্ষা বিভাগ

আমি, উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,১৪৩.০৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৮৪.৮০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৬. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭২৭.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৭. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮০৪.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৮. জনশিক্ষাপ্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

আমি, জনশিক্ষাপ্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৮১.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯. জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PHE) বিভাগ

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PHE) বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৫৭৯.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০. পরিবহণ বিভাগ

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৭৩৭.০৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১. পূর্ত বিভাগ

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৩৮৩.২৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪১৭.২৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৩. বিদ্যুৎ বিভাগ

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৫৯৮.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৪. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৪৪৬.২২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫. আবাসন বিভাগ

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭০.৩১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৬,০৪৫.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,৭৭৭.৮২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮. অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১৭১.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৬৮.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩০. শ্রম বিভাগ

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৯৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭১২.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৭৬.৫১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৩. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৭৩.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৪. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৭২.২১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৫. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১১,৯৩৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৬. কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭৩.১৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৭. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১০৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৮. অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

আমি, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৩৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৯. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৩৭.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪০. ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ

আমি, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৪৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৯১.৯১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগ

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭১.০৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৩. পর্যটন বিভাগ

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৫৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৪. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৮৩.৫১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১১৪.১৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬. পরিবেশ বিভাগ

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৭.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭. অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ

আমি, অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৪.৩১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭০.১১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪

আর্থিক ও কর নীতির সংস্কার ঃ

৪.১ পণ্য ও পরিষেবা কর

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অবহিত আছেন যে GST কাউন্সিলের অনুমোদিত সংশোধনগুলি কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়কেই চালু করতে হয়। আমি এই সদনে GST কাউন্সিলের অনুমোদিত সেইরকম ১৪টি সংশোধনীর প্রস্তাব করছি ফিন্যান্স বিলের মাধ্যমে।

৪.২ পরিবহণক্ষেত্রে রোড ট্যাক্সে ছাড়

কোভিড মহামারীর কারণে পরিবহণক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সে কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকার রোড ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত ট্যাক্স ১লা জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ৩০শে জুন, ২০২১ অবধি ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

সেই পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন না হওয়ায় এবং এখনও পরিবহণ ক্ষেত্র আর্থিক বিপর্যয়ের ধাক্কা না কাটিয়ে ওঠায়, রোড ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত ট্যাক্স, ১লা জুলাই, ২০২১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ অবধি মকুব করার প্রস্তাব করছি।

৪.৩ স্ট্যাম্প ডিউটির হারে বিশেষ ছাড়

আমরা জানি গোটা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যও এখন কোভিড অতিমারির কারণে এক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এরফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনেক কমেছে। রিয়েল এস্টেট সেক্টরও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্য সরকার জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়/লিজ প্রভৃতি দলিলের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রদেয় স্ট্যাম্প ডিউটিতে কিছুটা ছাড় দিতে চান।

আমি উক্ত দলিলগুলির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটির হার ২ শতাংশ করে কমানোর প্রস্তাব করছি।

এছাড়াও সব ধরনের দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাজারদর (Circle Rate) ১০ শতাংশ হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

এখন থেকে ৩০শে অক্টোবর, ২০২১-এর মধ্যে দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করলে এই দুটি সুবিধাই পাওয়া যাবে।

৫

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং এই মহতী সদনে উপস্থিত সকল মাননীয় সদস্যগণের সামনে আমি ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে রাজ্যের জন্য ৩,০৮,৭২৭ কোটি (নেট) টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর '**কবিতাবিতান**' গ্রন্থের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করে —

জাগো বাংলা জাগো
নব কলেবরে জাগো
সার্থক হও মাগো
পরিপূর্ণতায় তুমি জাগো।।

———————

আর্থিক বিবরণী, ২০২১-২০২২

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২১-২০২২

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০১৯-২০২০	বাজেট, ২০২০-২০২১	সংশোধিত, ২০২০-২০২১	বাজেট, ২০২১-২০২২
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(-)৫.৪৫	(-)২.০০	(-)২০.০৮	(-)৩.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১৪২৯১৪.২১	১৭৯৩৯৮.০০	১৪৫৯৭০.৯৯	১৮৬৬৮১.২৬
৩।	মূলধনখাতে আদায়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	ঋণখাতে আদায়				
	(১) সরকারি ঋণ	৭৫৬৯৮.৬৯	৭৯৪৬৫.০০	৯৩৬৭৮.৫২	১১৫৬৭২.৯২
	(২) ঋণ	৬৬.৬৭	৫০৭.০০	১৬৫.৬১	১৩৯.৩২
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৬৬১৫৬০.২৩	৭৫৫৫৬৭.৭৩	৬৭৬৩৩৬.০৫	৭৪০৮৬২.৭৫
	মোট	**৮৮০২৩৪.৩৫**	**১০১৪৯৩৫.৭৩**	**৯১৬১৩১.০৯**	**১০৪৩৩৫৩.২৫**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১৬২৫৭৫.১২	১৭৯৩৯৮.০০	১৮০৩১৬.০১	২১৩৪৩৬.৫২
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	১৫৯৭০.৫২	৩১০৪৭.০০	১৪৫১৮.১১	৩২৭৭৪.২০
৮।	ঋণখাতে ব্যয়				
	(১) সরকারি ঋণ	৪০৪১৩.০২	৪৪২৮৯.০০	৪৮৩২৭.৪৫	৬১০৪২.৬৫
	(২) ঋণ	১২৬৬.৩০	৯৪৩.০০	৩৬৫২.৪৯	১৪৭৩.৮৩
৯।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৬৬০০২৯.৪৭	৭৫৯২৬৬.৭৩	৬৬৯৩২০.০৩	৭৩৪৬৩৩.০৫
১০।	সমাপ্তি তহবিল	(-)২০.০৮	(-)৮.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০
	মোট	**৮৮০২৩৪.৩৫**	**১০১৪৯৩৫.৭৩**	**৯১৬১৩১.০৯**	**১০৪৩৩৫৩.২৫**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১৯-২০২০	বাজেট, ২০২০-২০২১	সংশোধিত, ২০২০-২০২১	বাজেট, ২০২১-২০২২
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)১৯৬৬০.৯১	০.০০	(-)৩৪৩৪৫.০২	(-)২৬৭৫৫.২৬
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১৯৬৪৬.২৮	(-)৬.০০	৩৪৩৬২.১০	২৬৭৫১.২৬
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)১৪.৬৩	(-)৬.০০	১৭.০৮	(-)৪.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)২০.০৮	(-)৮.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ/				
(১) রাজস্বখাতে	. . .	. . .	. . .	. . .
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	. . .	. . .	. . .	. . .
(চ) পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্য হইতে সংস্থান	. . .	. . .	. . .	. . .
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	. . .	. . .	. . .	. . .
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১৯৬৬০.৯১	০.০০	(-)৩৪৩৪৫.০২	(-)২৬৭৫৫.২৬
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)২০.০৮	(-)৮.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০